দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 12 MAY 1997 ... ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ .....

ছাত্র দলের ডাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের আহবানে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়েছে। গত শুক্রবার ক্যাম্পাসে ছাত্র দল নেতা-কর্মীদের উপর জাতীয় ছাত্র সমাজের গুলী বর্ষণ ও ছাত্র লীগের হামলার প্রতিবাদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের পদত্যাগের দাবীতে ছাত্র দল এই ধর্মঘটের ডাক দেয়। ধর্মঘট চলাকালে ক্যাম্পাস ছিল ছাত্র-ছাত্রী শূন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ক্লাস ও পরীক্ষা হয়নি। প্রশাসনিক কার্যক্রম চলেনি, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী খোলেনি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন চলাচল বন্ধ ছিল। ছাত্র দল কর্মীরা ভোরেই কলাভবনসহ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন ভবনের প্রবেশ পথ বন্ধ করে ক্যাম্পাসে অবস্থান নেয়। সকাল থেকে ছাত্র দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুন্নবী সোহেলসহ নেতৃবৃন্দ ক্যাম্পাসে অবস্থান করেন। ছাত্র দল কর্মীরা কলাভবন এলাকায় খণ্ড খণ্ড মিছিল বের করে। ছাত্র লীগ ও গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য নেতৃবৃন্দ

গতকাল ক্যাম্পাসে গেলেও মধুর ক্যান্টিনে বসে চা পান ও আড্ডা দিয়ে চলে যান। জাতীয় ছাত্র সমাজের নেতা-কর্মীরা গতকাল ক্যাম্পাসে আসতে পারেনি। এদিকে ধর্মঘট চলাকালে ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত সমাবেশে ছাত্রদল সভাপতি শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান আওয়ামী প্রক্টরকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে। না হয় ছাত্রদল ভিসির সাথে কোন আলোচনায় যাবে না। প্রয়োজনে কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচী দেয়া হবে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হলেও ক্যাম্পাসে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদার করা হয়। বিপুলসংখ্যক পোশাকধারী পুলিশ ও সাদা পোশাকে অস্ত্রধারী গোয়েন্দা পুলিশ সকাল থেকে ক্যাম্পাসে সতর্ক অবস্থানে মোতায়েন থাকে। ক্যাম্পাসে পুলিশ ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সাম্প্রতিক যে কোন অস্থিতিশীল অবস্থার চেয়েও এখন বেশী।

ধর্মঘট চলাকালে কলাভবন এলাকায় ছাত্রদল একটি পৃথক মিছিল বের করে। মিছিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডঃ নূরুন্নবীকে সরকারের দালাল ও সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দাতা আওয়ামী প্রক্টর বলে উল্লেখ করে তার অপসারণ দাবী করা হয়। মিছিল শেষে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে ছাত্রদল সভাপতি শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১১-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

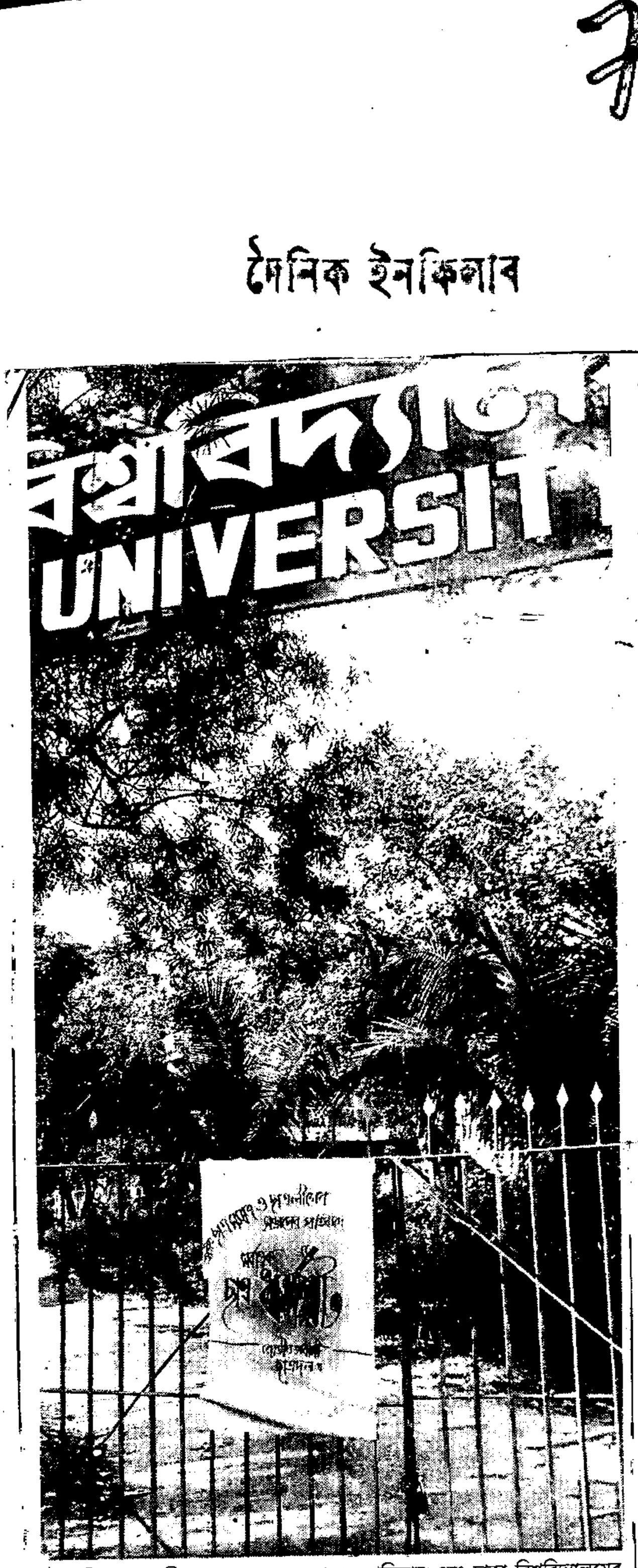

ছাত্রলীগ ও জাতীয় ছাত্রসমাজের সন্ত্রাসের প্রতিবাদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের পদত্যাগের দাবীতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের আহবানে গতকাল বিশ্বরিদ্যালয়ে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয় —ইনকিলাব

ধর্মঘট পালিত প্রথম পৃষ্ঠার পর

ক্যাম্পাসে শত শহীদের খুনী বিশ্ব বেহায়া লম্পট এরশাদের গুন্ডাবাহিনী জাতীয় ছাত্র সমাজের কোন ঠাঁই হবে না। এরশাদ স্বৈরাচারের পতন ঘটিয়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারকারী ছাত্র সংগঠন ও সাধারণ ছাত্রদের নিয়ে ছাত্রদল তাদের প্রতিরোধ করবে। তিনি শুক্রবার ক্যাম্পাসে ছাত্রদল কর্মীদের উপর গুলীবর্ষণ এবং ছাত্রদল নেতা লাল্টু সেলিমসহ কয়েকজন কর্মীর উপর হামলার ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার এবং গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবী জানান। জনাব এ্যানি ডাকসু বাতিলের ষড়যন্ত্র বন্ধ করার আহবান জানিয়ে বলেন, বর্তমান ডাকসু বহাল রেখে নির্বাচনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে অবিলম্বে ডাকসু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করতে হবে।

সমাবেশে ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুন্নবী সোহেল, সাংগঠনিক সম্পাদক মনোয়ার হোসেন রানা, সাইফুল আলম নীরব, আনছার আলী জয়, আলী আশরাফ, রেহানা আক্তার রানু, রফিক শিকদার, আবদুল বারী ড্যানী, নূরুল হক জিতু, আজহারুল হক মুকুল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। হাবিবুন্নবী সোহেল বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের যেই প্রক্টর সন্ত্রাসীদের মদদ দেয়, অস্ত্রবাজদের লালন করে তার প্রক্টর থাকার অধিকার নেই। অবিলম্বে তাকে পদত্যাগ করতে হবে।

এদিকে ডাকসু নির্বাচন প্রশ্নে ভিসির সাথে ছাত্রনেতাদের যে বৈঠক হবার কথা ছিল তা এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।